ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৬
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৮

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৬

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর:২০১৮

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* প্রবন্ধের বিষয়বস্তু: এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* পাণ্ডুলিপি তৈরি: পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি: প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* প্রবন্ধের কাঠামো: প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* উদ্ধৃতি উপস্থাপন: এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া: পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন: জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* লেখা প্রকাশ: প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৯
মুহাম্মদ অহিদুজ্জামান

বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির শরয়ী বিধান : একটি পর্যালোচনা ৩৭
আবদুস সাত্তার আইনী

হুদহুদ-এর অপরাধ ও সুলাইমান আ. কর্তৃক ঘোষিত শাস্তি: প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা ৭৭
মোস্তফা কামাল

পরিবেশ দূষণ রোধে ইসলামের নির্দেশনা : একটি বিশ্লেষণ ৯৭
ফজলে এলাহী মামুন

বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী (রহ.) প্রণীত 'আল-হিদায়া': পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি ১১৭
মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন
মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

ইসলাম সর্বাবস্থায় অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও শতধা-বিভক্ত সমাজে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম এমন এক সভ্যতা উপহার দেয়, যা মানুষকে মানবতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং ঔদার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে শেখায়। ফলে আলোকিত হয় সমাজ; তিরোহিত হয় নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদ। ইসলামের নিরন্তর প্রয়াসে মানুষ সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলাম নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উপেক্ষিত গণমানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সব ধর্মের মানুষের মাঝে স্থাপন করে এক অপূর্ব মেলবন্ধন। "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা বর্ণনা করতে যেয়ে দেখিয়েছেন মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রদর্শিত মূলনীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

ইসলাম সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যেমন কোন বৈষম্য করে না একইভাবে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির মধ্যে কোন ব্যবধান করে না। ইসলামের অপর সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে এ সমতা বিধান সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। বরং মানুষের জীবনঘনিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। তথাপি কিছু কিছু কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে বিদগ্ধজনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিচারপতি হিসেবে নারীর নিয়োগ সেসব মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম। ফকীহগণের বক্তব্যসমূহকে পর্যালোচনা করলে এ ব্যাপারে চারটি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ওঠে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ মনে করেন, বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি হারাম; শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম আজিলীর মতে, পুরুষ বিচারকের অনুপস্থিতির শর্তে প্রয়োজনের ভিত্তিতে নারীর বিচারকার্য জায়েয। হানাফী মাযহাব মতে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সেসব ক্ষেত্রে তাদের বিচারকাজ পরিচালনা বৈধ। তবে এটা মুহাম্মদ ইবনে হাসান, ইবনে জারির আত-তাবারী, ইবনে হাযম আয-যাহেরি ও আরো কয়েকজনের বক্তব্য অনুযায়ী বিচারক পদে নারীর নিযুক্তি জায়েয। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত সংশ্লিষ্ট দলীলসমূহকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণের পর বোঝা যায়, যেসব দলীল-

প্রমাণের ভিত্তিতে নারীর বিচার কাজ পরিচালনা অবৈধ বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন নয়। বরং সেগুলোর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দলীল হওয়ার ব্যাপারেও অনেক বিজ্ঞ ইমামের আপত্তি রয়েছে। তাছাড়া আলেমগণের ইজমা ও তুলনাভিত্তিক দলীলের ক্ষেত্রেও আপত্তি রয়েছে। তাছাড়া পূর্বসূরী ফকীহগণ কর্তৃক বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে হারাম বলার ক্ষেত্রে যুগ-প্রথারও শক্তিশালী প্রভাব ছিল। "বিচারক পদে নারীর নিযুক্তির শরয়ী বিধান : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিচারক পদে নারীর নিযুক্তিকে হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রথাগত প্রভাব বিদ্যমান। দলীল প্রমাণগুলো হারাম সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ও অকাট্য নয়।

ইসলাম বিচারকের জন্য যেসব গুণাবলি ও শর্ত নির্ধারণ করেছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো, সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। কেননা ইসলাম অন্যায়ের মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর। এ কারণেই ইসলাম অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থাতেই বিচার সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করেছে। "হুদহুদ-এর অপরাধ ও সুলাইমান আ. কর্তৃক ঘোষিত শাস্তি: প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে অনুপস্থিত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তার রায় প্রদান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিশেষত হুদহুদের বিরুদ্ধে বিচারিক ফরমান জারির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ তথা দায়িত্বে অবহেলা, অপরাধীর অনুপস্থিতিতে বিচার, বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন ও অভিযোগের যথাযথ কারণ দর্শালে বিবাদীকে অব্যহতি প্রদান এ চারটি অনুষঙ্গকে প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হুদহুদ পাখির অনুপস্থিতিতে সুলাইমান আ. তার বিরুদ্ধে যে রায় ঘোষণা করেছিলেন সে সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গগুলো প্রচলিত ও ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব, জীবনযাত্রা ও বংশধারার সুষ্ঠু বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দান করেছেন মানবোপযোগী প্রাকৃতিক বিশ্ব পরিবেশ। পরিবেশ এমন সব বাহ্যিক উপাদানকে নির্দেশ করে, যা সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে, ক্ষেত্রবিশেষে করে নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের ভারসাম্য তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একবিংশ শতাব্দির এ পর্যায়ে এসে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আধুনিক বিশ্বকে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটায় অশান্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ফলে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে এমন সব উপাদানের প্রতিরোধে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট কর্মনীতি। সর্বপ্রকার দূষণ রোধে ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। সে নির্দেশনা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় একান্ত প্রাসঙ্গিক। এদিকটি বিবেচনায় এনে প্রণীত হয়েছে "পরিবেশ দূষণ রোধে ইসলামের নির্দেশনা : একটি বিশ্লেষণ" প্রবন্ধটি। যাতে পরিবেশের পরিচয়, পরিবেশদূষণের প্রকৃতি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ইসলামের নির্দেশনা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের এ সংখ্যায় "বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী রহ. প্রণীত 'আল-হিদায়া': পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি" শিরোনামে আরও একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করে ফিকহী অভিজ্ঞানকে পূর্ণতাদানে অসামান্য অবদান রেখে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ মুসলিম স্কলার স্বীয় ইলমী খেদমতের জন্য ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী রহ. (৫১১-৫৯৩ হি./১১১৭-১১৯৭ খ্রি.) অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, হাফিয, মুফাস্সির, কালাম শাস্ত্রবিদ, উসূলবিদ, সাহিত্যিক ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। তাঁর কলমের ছোঁয়াতে রচিত হয় বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়াহ'। শতাব্দির পর শতাব্দি যাবৎ এ গ্রন্থটি অঞ্চল ও নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। আল্লামা মারগীনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যে খেদমত করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। এ প্রবন্ধে তাই আল্লামা মারগীনানী রহ. কর্তৃক রচিত আল–হিদায়া সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে এবং এ অনবদ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিকর কিছু মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। আইন ও বিচার" জার্নালের ৫৬তম এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক